জরিপ অনুবিভাগ

(প্রশাসনিক কাঠামো)

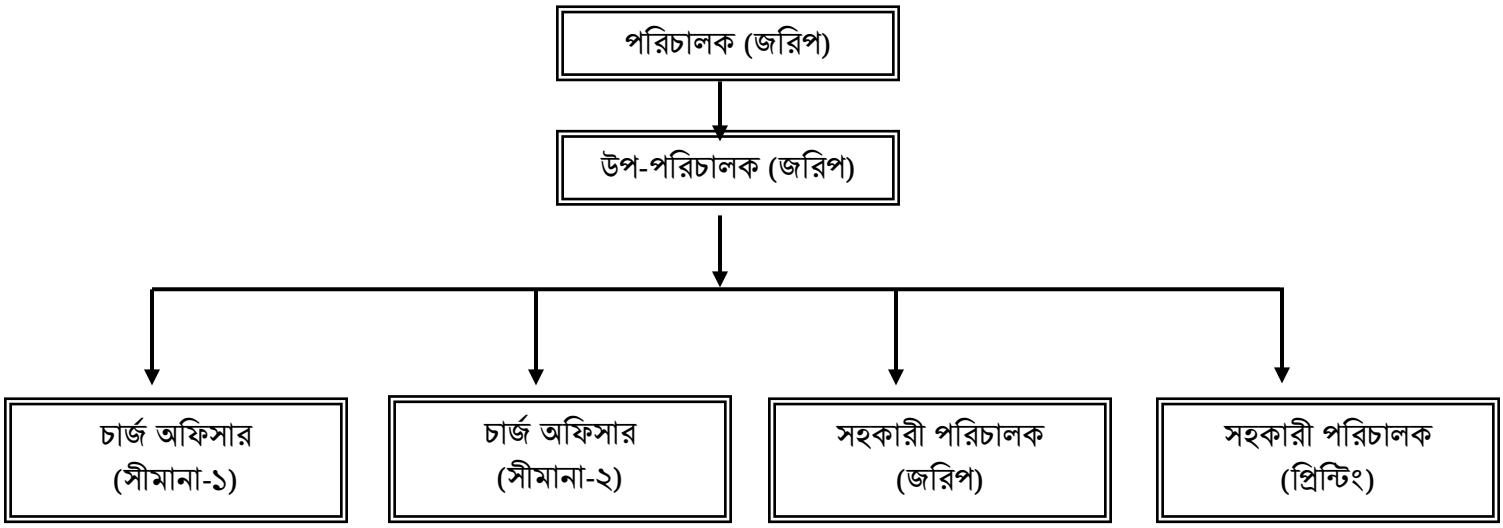

জরিপ অনুবিভাগের কার্যাবলীঃ

১। ট্রাভার্স সার্ভের সম্পন্ন করণ।
২। মৌজার ম্যাপ মুদ্রণ/ব্লু-প্রিন্ট মুদ্রণ ও সরবরাহ করণ।
৩। মৌজা ম্যাপ সংরক্ষণ ও বিতরণ করণ।
৪। নকসার শুদ্ধতা পরীক্ষা করণ।
৫। আন্তর্জাতিক ও আন্তঃজেলা সীমানা নির্ধারণ করা।
৬। আন্তর্জাতিক ও আন্তঃজেলা বিরোধ নিস্প&&ত করণ।
৭। ডিজিটাল সার্ভে পরিকল্পনা করণ/বাস্তবায়ন ও ডিজিটাল ম্যাপ প্রস্তুত করণ।
৮। অধিদপ্তরের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের প্রকল্প প্রণয়ন/বাস্তবায়ন করণ।
৯। জরিপ শাখার যাবতীয় মালামাল ক্রয়/সংরক্ষণ করণ।

২০০৯-১০ অর্থ বছরে জরিপ অনুবিভাগের অর্জিত সাফল্য

ডিজিটাল পদ্ধতিতে জরিপঃ

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর খতিয়ান প্রণয়ন ও নক্সা প্রস্তুতের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশের সকল এলাকার ডিজিটাল নক্সা ও ভূমি মালিকদের রেকর্ড প্রস্তুতের লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সারাদেশের ভূমি জরিপ, রেকর্ড প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনার জন্য ডিজিটাল পদ্ধতি প্রবর্তনের লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে ২০৫২.৮৪ কোটি টাকা প্রাক্কলনে ডিজিটাল পদ্ধত্বিতে ভূমি জরিপ ও রেকর্ড প্রণয়ন এবং সংরক্ষণ প্রকল্প শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির Development Project Proposal (DPP) প্রণয়ন করে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। ভূমি সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ভূমি মন্ত্রণালয়ে বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্পটির ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ সম্পন্ন করে গত ২৩-০৩-১০ তারিখের সংশোধিত প্রাক্কলন তৈরী করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে পুনরায় ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে গত ৩১-০৫-২০১০ তারিখে উক্ত প্রকল্পের জনবল অনুমোদনের জন্য অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব এর সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া নিম্নের দুটি প্রকল্পের DPP তৈরী করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

প্রকল্পের নাম ঃ

(০১). Strengthening of Settlement Press, Map Printing Press and Preparation of Digital Maps Project.

(০২). Strengthening Governance Management Project (component-B).

০২। ঢাকা মহানগর জরিপের নক্সা ও খতিয়ান ডিজিটাইজেশন এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশঃ

২০০৯-১০ অর্থ বছরে ঢাকা মহানগর জরিপের ১৯১টি মৌজার ৪,৪১,৫০৬ খতিয়ান ও ৪,০৮৯টি মৌজা ম্যাপ সিট ডিজিটাইজেশনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। অচিরেই ওয়েবসাইট সকলের জন্য উন্মুক্ত করা হবে।

০৩। ডিজিটাল জরিপঃ

৩.১ সাভার ডিজিটাল জরিপ: ২০০৯-১০ অর্থ বছরে আধুনিক জরিপ যন্ত্রপাতি (জিপিএস, ইটিএস, ডাটা রেকর্ডার, কম্পিউটার, ম্যাপ প্রসেসিং সফটওয়্যার, প্লটার, প্রিন্টার ইত্যাদি)-এর সাহায্যে ঢাকা জেলার সাভার উপজেলার ৫টি মৌজার (জিঞ্জিরা, আরকান, খাগান, কলমা ও আউকপাড়া) ডিজিটাল পদ্ধতিতে নক্সা ও খতিয়ান প্রণয়নের জন্য একটি পাইলট কর্মসূচী শুরু করা হয়। ইতোমধ্যে উক্ত ৫টি মৌজার ডিজিটাল ডাটা সংগ্রহ শেষে সংগৃহীত ডাটা কম্পিউটার ও ম্যাপ প্রসেসিং সফটওয়্যারের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ করে প্লটারের সাহায্যে ৫টি মৌজার ডিজিটাল ম্যাপ মুদ্রণের কাজ শেষ হয়েছে।

৩.২ পলাশ ডিজিটাল জরিপ: ২০০৯-১০ অর্থ বছরে পাইলট কর্মসূচী হিসেবে নরসিংদী জেলার পলাশ উপজেলার ৪৮টি মৌজায় ডিজিটাল পদ্ধতিতে জরিপ কাজ শুরু করা হয়। ৪৮টি মৌজার মধ্যে ৭টি মৌজার (কাটাবেড়, কুরাইতলি, খাগইর, ভাগাদি, রাবান, আটিয়া ও গলিমপুর) ডাটা সংগ্রহের কাজ প্রায় শেষ। ডাটা প্রসেসিং ও ম্যাপ মুদ্রণের কাজও শেষ। বাকি মৌজাগুলোর জরিপ কাজ আগামী শুকনো মৌসুমে সম্পন্ন করা হবে।
৩.৩ হারারগঞ্জ ও আড়াইউড়া জরিপঃ মৌলভীবাজার জেলাধীন জুড়ি উপজেলার হারারগঞ্জ ও কুমিল্লা জেলার সদর উপজেলধীন আড়াইউড়া মৌজার ডিজিটাল জরিপ কাজ শুরু করা হয়েছে। আগামী মাঠ মৌসুমে দুটি মৌজার ডিজিটাল জরিপ কাজ সম্পন্ন করা হবে।

০৪। ডিজিটাল জরিপের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও ক্যাপাসিটি বিল্ডিংঃ
২০০৯-১০ অর্থ বছরে ডিজিটাল জরিপ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ২৩টি ইলেকট্রনিক টোটাল স্টেশন (ইটিএস), ৪টি ম্যাপ প্রসেসিং কম্পিউটার (ওয়ার্ক স্টেশন), ৮টি ম্যাপ প্রসেসিং সফটওয়্যার, ৩টি লেজার প্রিন্টার, ১টি প্লটার ইত্যাদি যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে এবং এ সকল যন্ত্রপাতি ও সফটওয়্যার ব্যবহার করে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর এবং এর অধীনস্থ অফিসসমূহের ১৫০জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

০৫। আর্ন্তজাতিক সীমানার স্ট্রীপ ম্যাপ ডিজিটাইজেশন ও আন্তর্জাতিক সীমানা পিলারের ডিজিটাল ডাটাবেজ প্রস্তুতকরণঃ

৫.১ আন্তর্জাতিক সীমানার স্ট্রীপ ম্যাপ ডিজিটাইজেশন: ২০০৯-১০ অর্থ বছরে বাংলাদেশ-ভারত আন্তর্জাতিক সীমানার বাংলাদেশ-পশ্চিমবঙ্গ সেক্টরের ৬২৮টি, বাংলাদেশ-আসাম সেক্টরের ৯৩টি, বাংলাদেশ-মেঘালয় সেক্টরের ১৩৯টি এবং বাংলাদেশ-ত্রিপুরা সেক্টরের ২৬৯টি সর্বমোট ১১২৯টি স্ট্রীপ ম্যাপ স্ক্যানিং, ডিজিটাইজিং ও চূড়ান্তকরণ-এর কাজ শেষ হয়েছে।
৫.২ আন্তর্জাতিক সীমানা পিলারের ডিজিটাল ডাটাবেজ প্রস্তুতকরণঃ ২০০৯-১০ অর্থ বছরে আন্তর্জাতিক সীমানার বাংলাদেশ-পশ্চিমবঙ্গ সেক্টরের ৭১৭ টি মেইন পিলার, ৭২৬২টি সাব-সিডিয়ারী পিলার, ২০১৭টি রেফারেন্স পিলার, বাংলাদেশ-আসাম সেক্টরের ১৩২টি মেইন পিলার, ৯৬৩টি সাব-সিডিয়ারী পিলার, ১৫৪টি রেফারেন্স পিলার, ১৯৫০টি টি-সেপ্ড পিলার, বাংলাদেশ-মেঘালয় সেক্টরের ২৬৭টি মেইন পিলার, ২৮৭২টি সাব-সিডিয়ারী পিলার, ১৭০টি রেফারেন্স পিলার, ৪৩২২টি টি-সেপ্ড পিলার, বাংলাদেশ-ত্রিপুরা সেক্টরের ৫০৫টি মেইন পিলার, ২০৩৪৭টি সাব-সিডিয়ারী পিলার, ৮১৮টি রেফারেন্স পিলারসহ সর্বমোট ৪২,৩২৩টি সীমানা পিলারের ডাটা এন্ট্রির কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
০৬। ম্যাপ প্রিন্টিং প্রেসের আধুনিকায়নঃ

ম্যাপ মুদ্রণ প্রেসের আধুনিকায়নের জন্য আধুনিক গ্রাফিক্স ক্যামেরা, কন্ট্যাক্ট ক্যাবিনেট, অটো ফিল্ম প্রসসের, অটো প্লেট প্রসেসর, প্রিন্টিং ডাউন ফ্রেমসহ একটি অফসেট ম্যাপ প্রিন্টিং প্রেস সংগ্রহ করা হয়েছে, যার সাহায্যে বর্তমানে প্রতিদিন ২৫০০ মৌজা ম্যাপ সিট মুদ্রণ করা সম্ভব হচ্ছে। ২০০৯-১০ অর্থ বছরে ম্যাপ মুদ্রণ প্রেসের জন্য আরো ১টি অটো প্লেট প্রসেসর ক্রয় করা হয়েছে। এছাড়া ম্যাপ মুদ্রণ প্রেসের অধিকতর আধুনিকায়নের জন্য ১৮ (আঠার) কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ‘‘স্ট্রেংদেনিং অব সেটেলমেন্ট প্রেস, ম্যাপ প্রিন্টিং প্রেস এ্যান্ড প্রিপারেশন অব ডিজিটাল ম্যাপস’’ শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় আধুনিক গ্রাফিক্স ক্যামেরা, কন্ট্যাক্ট ক্যাবিনেট, অটো ফিল্ম প্রসেসর, অটো প্লেট প্রসেসর, প্রিন্টিং ডাউন ফ্রেমসহ আরো একটি বাই-কালার অফসেট ম্যাপ প্রিন্টিং প্রেস সংগ্রহ করা হবে, যার সাহায্যে ম্যাপ মুদ্রণ প্রেসের মুদ্রণ ক্ষমতা

শক্তিশালী করে ৩৬.০০ হাজার মৌজা ম্যাপ সিট (১টি মৌজা ম্যাপ = ১০০ কপি) মুদ্রণ করা হবে। ম্যাপ প্রিন্টিং প্রেসে সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য ২০০ কেভি ক্ষমতা সম্পন্ন জেনারেটর সংগ্রহ করা হয়েছে।

আন্তঃজেলা সীমানা নির্ধারণ কাজের অগ্রগতির বিবরণঃ

আমতঃজেলা সীমানা নির্ধারণ (২০০৯-২০১০) ঃ

নদীসমূহের ক্রমাগত ভাংগনের ফলে নদী তীরবর্তী জেলা সমূহের সীমানা পরিবর্তন ঘটে। এ কারণে প্রশাসনিক জটিলতা ও প্রজা হয়রানি ইত্যাদি দুর করার লক্ষ্যে পরিবর্তনশীল সীমানা স্থিতিশীল করার প্রয়োজনীতা দেখা দেয়। আমতঃবিভাগীয় সীমানা বিরোধ মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ও একই বিভাগের আওতায় সংশিস্নষ্ট বিভাগীয় কমিশনারগণ নিষ্পত্তি করে থাকেন। মহাপরিচালক কর্তৃক ৮টি ও বিভাগীয় কমিশনারগণ কর্তৃক ১৫ টি সীমানা বিরোধ নিষ্পত্তি যোগ্য ছিল। ২০০৯-১০ মাঠ মৌসুমে মহাপরিচালক ০৫টি ও বিভাগীয় কমিশনারগণ ৬টি নিষ্পত্তির পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

মহাপরিচালক কর্তৃক নিষ্পত্তিঃ

ক্রমিক নং	আমতঃজেলার নাম	বিবরণ
১.	গোপালগঞ্জ (কাশিয়ানী) - নড়াইল (লোহাগড়া)	গোপালগঞ্জ (কাশিয়ানী) - নড়াইল (লোহাগড়া) আমতঃজেলা সীমানার মাঠের কাজ শেষ করে তুলনামূলক ম্যাপ প্রস্তুত করা হয়। তুলনামুলক ম্যাপ অনুযায়ী ১ম ব্লকে ৩৬ টি পিলারের চিহ্নিত স্থান উভয় জেলার জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধির নিকট সরেজমিনে বুঝিয়ে দিতে গেলে নড়াইল জেলার লোহাগড়া উপজেলার জনগণের বাধার কারণে উহা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে ২য় ব্লকের মাঠের কাজ সমাপ্ত করে তুলনামূলক ম্যাপ প্রস্তুত করা হয়, সে মোতাবেক সরেজমিনে ১১টি পিলার নির্মাণের চিহ্নিত স্থান উভয় জেলার জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধির নিকট বুঝিয়ে দেয়া হয়।
২.	চট্টগ্রাম (মীরসরাই) - ফেনী (সোনাগাজী)	চট্টগ্রাম (মীরসরাই) - ফেনী (সোনাগাজী) আমতঃজেলা সীমানার মাঠের কাজ সমাপ্ত করে তুলনামূলক ম্যাপ প্রস্তুত করা হয়। উক্ত ম্যাপ অনুযায়ী পিলার নির্মাণের চিহ্নিত স্থান উভয় জেলার জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধির নিকট সরেজমিনে বুঝিয়ে দিতে গেলে ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলার জনগণের বাধার কারণে পিলার নির্মাণের চিহ্নিত স্থান বুঝিয়ে দেয়া সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে ১২২১/২০১০ নং রীট মামলা দায়ের হয়।
৩.	গোপালগঞ্জ (টুংগীপাড়া) - বাগেরহাট (মোলস্নাহাট)	গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট আন্তঃজেলা সীমানা সি,এস এবং আর,এস রেখার মধ্যবর্তী রেখা হিসেবে চিহ্নিত হলে কোন এলাকার কত সংখ্যক জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে তা সরেজমিনে তদন্ত করার জন্য অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), বাগেরহাট এর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। ইতোমধ্যে উক্ত কমিটি কর্তৃক অসম্পন্ন প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন শুষ্ক মৌসুমের আগে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই মর্মে কমিটির আহবায়ক জানিয়েছেন ।
৪.	শরীয়তপুর(গোসাইরহাট) - চাঁদপুর (হাইমচর)	মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর এর সভাপতিত্বে গত ০৯-০২-০৯ তারিখে জেলা প্রশাসক, শরীয়তপুর এর সম্মেলন কক্ষে শরীয়তপুর - চাঁদপুর আমতঃজেলা সীমানা বিরোধ নিয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বিরোধীয় এলাকার সমস্যা সমাধানকল্পে সংশিস্নষ্ট অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)গণের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়।

৫.	ভোলা (মনপুরা) - নোয়াখালী (হাতিয়া)	মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর এর সভাপতিত্বে গত ১০-০২-০৯ তারিখে জেলা প্রশাসক, ভোলা এর সম্মেলন কক্ষে ভোলা (মনপুরা) - নোয়াখালী (হাতিয়া) আমতঃজেলা সীমানা বিরোধ নিয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বিরোধীয় এলাকার সমস্যা সমাধানকল্পে সংশিস্নষ্ট অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)গণের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত আন্তঃজেলা সীমানা বিরোধ সংক্রান্ত বিষয়ে সর্ব জনাব আঃ কাশেম হাওলাদার ও ওবাইদুল হক মহামান্য সুপ্রিমকোর্ট এর হাইকোর্ট ডিভিশনে রীট পিটিশন দাখিল করেন। রীট পিটিশন নং ৪২০০/২০১০।

কমিশনারগণ কর্তৃক নিষ্পত্তি ঃঃ

ক্রমিক নং	আমতঃজেলার নাম	বিবরণ
১.	ঝিনাইদহ (শৈলকুপা) - কুষ্টিয়া (খোকসা)	১৫-০২-২০১০ তারিখে বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা এর সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ঝিনাইদহ (শৈলকুপা) - কুষ্টিয়া (খোকসা) আন্তঃজেলা সীমানা নির্ধারণ করে ১৭ (সতের) টি পিলার নির্মাণের চিহ্নিত স্থান উভয় জেলার জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধির নিকট বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে এবং চিহ্নিত স্থানে পিলার স্থাপন করা হয়েছে।
২.	জামালপুর (সদর) - শেরপুর (সদর)	জামালপুর (সদর) - শেরপুর (সদর) আন্তঃজেলা সীমানার মাঠের কাজ সমাপ্ত করে তুলনামূলক ম্যাপ প্রস্তুত করা হয়। কোন জরিপের (সি,এস / আর,এস / এস,এ / তৃতীয় লাইন) উপর ভিত্তি করে পিলার পজিশন দেয়া হবে সে বিষয়ে বিভাগীয় কমিশনারের সিদ্ধামত না পাওয়ায় উক্ত আমতজেলা সীমানা পিলার নির্মাণের চিহ্নিত স্থান নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি।
৩	পটুয়াখালী(গলাচিপা ও দশমিনা) - ভালা(চরফ্যাশন ও লালমোহন)	কমিশনার, বরিশাল বিভাগ সভা করে সিদ্ধামত প্রেরণ করেছেন। সিদ্ধান্ত মোতাবেক আগামী মাঠ মৌসুমে কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে।
৪	বরিশাল (বাকেরগঞ্জ) - পটুয়াখালী (দুমকি ও বাউফল)	কমিশনার, বরিশাল বিভাগ সভা করে সিদ্ধামত প্রেরণ করেছেন। সিদ্ধান্ত মোতাবেক আগামী মাঠ মৌসুমে কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে।
৫.	বরিশাল (সদর, বাবুগঞ্জ ও বাকেরগঞ্জ) - ঝালকাঠী (সদর ও নলছিটি)	কমিশনার, বরিশাল বিভাগ সভা করে সিদ্ধামত প্রেরণ করেছেন। সিদ্ধান্ত মোতাবেক আগামী মাঠ মৌসুমে কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে।

ক্রমিক নং	আমতঃজেলার নাম	বিবরণ
৬	পটুয়াখালী (গলাচিপা) - বরগুনা (আমতলী)	কমিশনার, বরিশাল বিভাগ সভা করে সিদ্ধামত প্রেরণ করেছেন। সিদ্ধান্ত মোতাবেক আগামী মাঠ মৌসুমে কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে।

আন্ত:জেলা সীমানা নির্ধারন (২০১১-১২)

ক্র নং	জেলা ও উপজেলার নাম	অগ্রগতি	মমতব্য
১	রাজবাড়ী (পাংশা) - ঝিনাইদহ (শৈলকুপা)	মাঠের কাজ শেষে জনগণের বাধার কারণে পিলার পজিশন বুঝিয়ে দেয়া সম্ভব হয়নি।	
২	রাজবাড়ী (পাংশা ও বালিয়াকান্দী) - মাগুরা (শ্রীপুর)	মাঠের কাজ শেষে জনগণের বাধার কারণে পিলার পজিশন বুঝিয়ে দেয়া সম্ভব হয়নি।	
৩	ভোলা (সদর) - লক্ষীপুর (সদর ও রামগতি)	মাঠের কাজ শেষে জনগণের বাধার কারণে পিলার পজিশন বুঝিয়ে দেয়া সম্ভব হয়নি।	
৪	বরিশাল (বাকেরগঞ্জ) - পটুয়াখালী (বাউফল)	পিলার পজিশন বুঝিয়ে দেয়া হয়।	
৬	রাজবাড়ী (গোয়ালন্দ) - মানিকগঞ্জ (শিবালয়)	মাঠের কাজ শেষে জনগণের বাধার কারণে পিলার পজিশন বুঝিয়ে দেয়া সম্ভব হয়নি।	
৭	চট্টগ্রাম (রাঙ্গুনিয়া) - রাঙ্গামাটি (কাপ্তাই)	পিলার পজিশন বুঝিয়ে দেয়া হয়।	

ভুমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের জরিপ অনুবিভাগের ২০১০-১১ মাঠ মৌসুমে ডিজিটাল জরিপ কাজের অগ্রগতি বিবরণঃ

কর্মসূচীভুক্ত এলাকা	মৌজার সংখ্যা	মৌজার এরিয়া	ডাটা সংগ্রহের কাজ সমাপ্ত	ডাটা সংগ্রহের কাজ চলমান	সমাপ্তকৃত এরিয়া	মন্তব্য
পলাশ	৪১টি	১০,৩৩২.২৬ একর	১৫টি মৌজা	৫টি মৌজা	৩,০০০ একর	১৫টি মৌজার মাঠের কাজ সমাপ্ত। প্রসেসিং কাজ স্থগিত রেখে সকল সার্ভেয়ারকে

						মালামালসহ মীরসরাই, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সমাধি কমপ্লেক্স ও তৎসহ স্থাপনাসমূহ এর কাজে স্থানান্তর করা হয়েছে।
কুমিল্লা	১টি	৫৫৮.৮৪ একর	১টি মৌজা	-	৫৫৮.৮৪ একর	৮০"=১মাইল স্কেলে ২৫ টি সিট সরেজমিনে চেকিং এর কাজ চলমান।
কক্সবাজার	১টি	৯ বর্গমাইল	চলমান	১টি মৌজা	৩৫০ একর	ডাটা সংগ্রহ ও প্রসেসিং কাজ কাজ চলমান।
মীরসরাই ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক	-	১৭,০০০ একর	১১,৭৭৫ একর	-	১১,৭৭৫ একর	১১,৭৭৫ একর ভূমির ডাটা সংগ্রহ ও প্রসেসিং কাজ সমাপ্ত। সিট সংগ্রহ করা হয়েছে।
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সমাধি কমপ্লেক্স ও তৎসহ স্থাপনাসমূহ	১টি	৩৭৫ একর	৩৭৫ একর	-	৩৭৫ একর	ডাটা সংগ্রহ ও প্রসেসিং কাজ সমাপ্ত। সিট সংগ্রহ করা হয়েছে।

আন্ত:জেলা সীমানা নির্ধারণ (২০১০-২০১১) ঃ

(ক) কর্ণফুলী নদী জরিপঃ ৬টি উপজেলার ২৮টি মৌজার ২৮টি পি-৭০ সিট প্রস্তুত করে এর উপর ৭৪৬টি অপসেট তৈরী করা হয়েছে। নদীর দুপারে প্রায় ৬০ কিলোমিটার এলাকার প্রাথমিক জরিপ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম কে পিলার নির্মাণের চিহ্নিত স্থান সরেজমিনে বুঝে নেয়ার জন্য পত্র দেয়া হয়েছে।

(খ) ভোলা (চরফ্যাশন ও লালমোহন) - পটুয়াখালী (গলাচিপা ও দশমিনা) আন্তঃজেলা সীমানা নির্ধারণের মাঠের কাজ শেষ করে ৭৯টি পিলার নির্মাণের স্থান চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু ১৩-০২-১১ ও ১৭-০২-১১তারিখে পটুয়াখালী জেলার জনগণের বাধার কারণে উভয় জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধির নিকট পিলার পজিশন বুঝিয়ে দেয়া সম্ভব হয়নি। এ বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কমিশনার, বরিশাল বিভাগকে ২১-০৩-১১ তারিখে পত্র দেয়া হয়। উক্ত সীমানার আনুমানিক দুরত্ব ২০ কি: মি:।

(গ) পটুয়াখালী (গলাচিপা) - বরগুনা (আমতলী) আন্তঃজেলা সীমানা নির্ধারণের মাঠের কাজ শেষে ৩১টি পিলার নির্মাণের চিহ্নিত স্থান গত ২৭-০৩-১১ তারিখে উভয় জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধির নিকট বুঝিয়ে দেয়া হয় এবং পিলার নির্মাণ বাবদ ৩৮,৭৫০/- (আটত্রিশ হাজার সাতশত পঞ্চাশ) টাকা জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালী এর অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত সীমানার আনুমানিক দুরত্ব ৬ কি: মি:।

(ঘ) পটুয়াখালী (দুমকী) - বরিশাল (বাকেরগঞ্জ) আন্তঃজেলা সীমানা নির্ধারণের জন্য মাঠের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। আগামী ২৭-০৪-১১ তারিখে সরেজমিনে ১৫টি পিলার নির্মাণের চিহ্নিত স্থান উভয় জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধির নিকট বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। ৮টি পিলার নির্মাণ বাবদ ১২,৪০০/- (বারহাজার চারশত) টাকা জেলা প্রশাসক, বরিশাল এর অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা। উক্ত সীমানার আনুমানিক দুরত্ব ৩ কি: মি:।

(ঙ) জামালপুর (দেওয়ানগঞ্জ) - কুড়িগ্রাম (রাজিবপুর) আন্তঃজেলা সীমানা নির্ধারণের জন্য মাঠের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। আগামী ০৩-০৫-১১ তারিখে সরেজমিনে ২৫টি পিলার নির্মাণের চিহ্নিত স্থান উভয় জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধির নিকট বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। ২৪টি পিলার নির্মাণ বাবদ ৩৭,২০০/- (সাতত্রিশ হাজার দুইশত) টাকা জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম এর নিকট বরাদ্দ দেয়া হয়। উক্ত সীমানার আনুমানিক দুরত্ব ৬ কি: মি:।

(চ) পাবনা (ঈশ্বরদী) - নাটোর (লালপুর) - কুষ্টিয়া (ভেড়ামারা) আন্তঃজেলা সীমানা নির্ধারণের পাবনা (ঈশ্বরদী) - কুষ্টিয়া (ভেড়ামারা) মাঠের কাজ শেষে ২৫টি পিলার নির্মাণের স্থান বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। ২৫টি পিলার নির্মাণ বাবদ ৩৮,৭৫০/- (আটত্রিশ হাজার সাতশত পঞ্চাশ) টাকা জেলা প্রশাসক, পাবনা এর অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়। উক্ত সীমানার আনুমানিক দুরত্ব ৮ কি: মি:। নাটোর (লালপুর) - কুষ্টিয়া (ভেড়ামারা) মাঠের কাজ শেষ করে ১২টি পিলার পজিশন উভয় জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধির নিকট বুঝিয়ে দেয়া হয়। উক্ত সীমানার আনুমানিক দুরত্ব ৮ কি: মি:।

(ছ) বরিশাল (বাকেরগঞ্জ) - ঝালকাঠি (নলছিটি) আন্তঃজেলা সীমানা নির্ধারণের জন্য মাঠে সার্ভেদল প্রেরণ করা হলে বরিশাল জেলার জনগণের বাধার কারণে মাঠের জরিপ কাজ করা সম্ভব হয়নি।

(জ) বরিশাল (সদর) - ঝালকাঠি (নলছিটি) আন্তঃজেলা সীমানা নির্ধারণের মাঠের কাজ শেষে ৭টি পিলার নির্মাণের স্থান চিহ্নিত করা হয়। পিলার স্থাপনের চিহ্নিত স্থান বুঝিয়ে দেয়ার পর বরিশাল, জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধিগণ স্বাক্ষর করেন নাই। অপরপক্ষ ঝালকাঠি জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধিগণ স্বাক্ষর করেছেন। ২৮টি পিলার নির্মাণ বাব ৪৩,৪০০/- (তেতাল্লিশ হাজার চারশত) টাকা জেলা প্রশাসক, বরিশাল এর অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা। উক্ত সীমানার আনুমানিক দুরত্ব ৬ কি: মি:।

(ঝ) বরিশাল (বাবুগঞ্জ)- ঝালকাঠি (সদর) আন্তঃজেলা সীমানা নির্ধারণের মাঠের কাজ শেষে ৩৩টি পিলার পজিশন উভয় জেলার প্রতিনিধির নিকট বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। উক্ত সীমানার আনুমানিক দুরত্ব ৬ কি: মি:।

২০১১-১২ মাঠ মৌসুমে আন্ত:জেলা সীমানা নির্ধারন কাজের অগ্রগতির তালিকাঃ

ক্র নং	জেলা ও উপজেলার নাম	অগ্রগতি	মমতব্য
১	রাজবাড়ী (পাংশা) - ঝিনাইদহ (শৈলকুপা)	মাঠের কাজ শেষে জনগণের বাধার কারণে পিলার পজিশন বুঝিয়ে দেয়া সম্ভব হয়নি।	
২	রাজবাড়ী (পাংশা ও বালিয়াকান্দী) - মাগুরা (শ্রীপুর)	মাঠের কাজ শেষে জনগণের বাধার কারণে পিলার পজিশন বুঝিয়ে দেয়া সম্ভব হয়নি।	
৩	ভোলা (সদর) - লক্ষীপুর (সদর ও রামগতি)	মাঠের কাজ শেষে জনগণের বাধার কারণে পিলার পজিশন বুঝিয়ে দেয়া সম্ভব হয়নি।	
৪	বরিশাল (বাকেরগঞ্জ) - পটুয়াখালী (বাউফল)	পিলার পজিশন বুঝিয়ে দেয়া হয়।	
৬	রাজবাড়ী (গোয়ালন্দ) - মানিকগঞ্জ (শিবালয়)	মাঠের কাজ শেষে জনগণের বাধার কারণে পিলার পজিশন বুঝিয়ে দেয়া সম্ভব হয়নি।	
৭	চট্টগ্রাম (রাঙ্গুনিয়া) - রাঙ্গামাটি (কাপ্তাই)	পিলার পজিশন বুঝিয়ে দেয়া হয়।	

২০১২-২০১৩ মাঠ মৌসুমে আন্ত:জেলা সীমানা নির্ধারণ কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদনঃ

ক. ব্রাহ্মণবাড়ীয়া (বাঞ্ছারামপুর) - নরসিংদী (সদর) আমত্মঃজেলা সীমানার প্রায় ২.০০ কি.মি এর নির্ধারণ কাজ সম্পন্ন করে ১৮টি পিলার নির্মাণের চিহ্নিত স্থান উভয় জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধির নিকট বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। চিহ্নিত স্থানে পাকা পিলার বসানো হয়েছে।

খ. খুলনা (কয়রা) - সাতক্ষীরা (আশাশুনি) আমত্মঃজেলা সীমানা নির্ধারণ এর কাজ সম্পন্ন করে ৫৪ পিলার নির্মাণের চিহ্নিত স্থান উভয় জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধির নিকট বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। ৫৪টি পিলার নির্মাণ বাবদ (প্রতিটি পিলার ১৫৫০/- টাকা হারে) ১৫৫০/-î৫৪ টি = ৮৩,৭০০/- (তিরাশি হাজার সাতশত) টাকা জেলা প্রশাসক, খুলনা এর অনুকূলে বরাদ্দ দেয়া হয়। তিনি চিহ্নিত স্থানে এখনও পাকা পিলার বসাননি। যার দৈর্ঘ্য প্রায় ৬.০০ কি.মি।

গ. চট্রগ্রাম (সন্দ্বীপ) - নোয়াখালী (কোম্পানীগঞ্জ), চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ এলাকার সাবেক চেয়ারম্যান এর বাধার কারণে আমত্মঃজেলা সীমানা নির্ধারণ কাজ করা সমম্ভ হয়নি।

ঘ. চট্টগ্রাম (ফটিকছড়ি) - খাগড়াছড়ি (মানিকছড়ি), মানিকছড়ি উপজেলার জনগণের বাধার কারণে আমত্মঃজেলা সীমানা নির্ধারণ কাজ স্থগিত।

ঙ. চাঁদপুর (মতলব) - মুন্সীগঞ্জ (গজারিয়া) আমত্মঃজেলা সীমানা নির্ধারণ কাজ সম্পন্ন করে ২২টি পিলার এর মধ্যে ৩টি পিলার নির্মাণের চিহ্নিত স্থান উভয় জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধির নিকট বুঝিয়ে দেয়া হয়। অবশিষ্ট পিলার নির্মাণের স্থানগুলো পানিতে নির্মজ্জিত থাকায় বুঝিয়ে দেয়া সম্ভব হয়নি। চিহ্নিত স্থানে পাকা পিলার বসানো হয়েছে। যার দৈর্ঘ্য প্রায় ৬.০০ কি.মি।

চ. পাবনা (বেড়া) - মানিকগঞ্জ (দেŠলতপুর) প্রায় ৩.০০ কি.মি দৈর্ঘ্যর আমত্মঃজেলা সীমানা নির্ধারণ এর কাজ সম্পন্ন করে ৮টি পিলার নির্মাণের চিহ্নিত স্থান উভয় জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধির নিকট বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। আমত্মঃজেলা সীমানা চিহ্নত স্থানে ৮টি পিলার নির্মাণ বাবদ (প্রতিটি পিলার ১৫৫০/- টাকা হারে) ১৫৫০/- î ৮

টি = ১২৪০০/- (বার হাজার চারশত) টাকা জেলা প্রশাসক, মানিকগঞ্জ এর অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়। তিনি চিহ্নিত স্থানে এখনও পাকা পিলার বসাননি।

ছ. কেরানীগঞ্জ থানার ধলেশ্বরী নদীর সীমানা নির্ধারণ কাজ সমাপ্ত করে ৫০০টি পিলার নির্মাণের স্থান চিহ্নিত করা হয়েছে। যার দৈর্ঘ্য প্রায় ১৩.০০ কি.মি।

জ. ভোলা সদর - দেŠলতখাঁ এর প্রায় ৫.০০ কি.মি দৈর্ঘ্যর আমত্মঃউপজেলা সীমানা নির্ধারণ কাজ সমাপ্ত করে ৬৭টি পিলার নির্মাণের চিহ্নিত স্থান উভয় উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর প্রতিনিধির নিকট বুঝিয়ে দেয়া হয়। এবং চিহ্নিত স্থানে পাকা পিলার বসানো হয়েছে।

একনজরে জি.আই.এস শাখার মাধ্যমে সমাপ্ত ডিজিটাল কার্যক্রমঃ

২০০৯-২০১০ মাঠ মৌসুম

ক্রমিক নং	জিলা	থানা/উপজেলা	মৌজা	সিট সংখ্যা	মন্তব্য
১.	ঢাকা	সাভার	জিঞ্জিরা, আউকপাড়া, আকরান, কলমা ও খাগান	৯০	ফাইনাল প্রিন্টের অপেক্ষায়
২.	নরসিংদি	পলাশ	আটিয়া, ভাগদি, গালিমপুর, কাটারেড়, খাগৈর, কুরাইতলী ও রাবান	৭	প্রিন্টের অপেক্ষায়

২০১০-২০১১ মাঠ মৌসুম

১	গোপালগঞ্জ	টুঙ্গীপাড়া	টুঙ্গীপাড়া	৩	সিট সরবরাহ করা হয়েছে
২	কুমিল্লা	সদর	আড়াইউড়া নং ৬৫	২৫	সিট সরবরাহ করা হয়েছে
৩.	নরসিংদি	পলাশ	জিনারদি, রাগবদি, পারম্নলিয়া, পাইকশা, খিলপাড়া, গয়েশপুর, ধনাইয়েরচর, ছয়দড়িয়া, ছোটবক্তারপুর ও বারারচর	১৯	প্রিন্ট হয়েছে ৬টি মৌজার ৯টি সিট সরবরাহ করা হয়েছে এবং ১১ টি মৌজার ১৭টি গ্রহন করার জন্য

২০১১-২০১২ মাঠ মৌসুম

১	নরসিংদি	পলাশ	আতশিপাড়া, চালনা, চরমামুদপুর,	২০	প্রিন্টের অপেক্ষায়

			চরনিত্যানন্দি, গোকুলনগর, নগরনরসিংহপুর, নিমাইনন্দি, পারম্নলিয়া চক, রামানন্দি ও সেকান্দরদি		
২	মৌলভীবাজার	জুড়ী	হারারগজ নং ৭৮	২৩	সরবরাহ করা হয়েছে
৩	চট্টগ্রাম	মিরের সরাই	পীরেরচর, সাধুরচর, শিল্পচর ও চর মোশারফ	১৫	সরবরাহ করা হয়েছে
৪.	মানিকগঞ্জ	শিবালয়	টিসুন্ডি	৩	সরবরাহ করা হয়েছে

২০১২-২০১৩ মাঠ মৌসুম

১	চাঁপাই-নবাবগঞ্জ,	গোমস্তাপুর	জিওল	২	সরবরাহ করা হয়েছে
২	চাঁপাই-নবাবগঞ্জ,	গোমস্তাপুর	কাশরইল নং ৫৯	৪	সরবরাহ করা হয়েছে
৩	বরিশাল	ভোলা	জলিসা, চরকরিমুদ্দিন	১২	এডিটিং কাজ চলমান প্রিন্টের অপেক্ষায়
৪	চট্টগ্রাম	সীতাকুন্ড			সীতাকুন্ড এলাকার সাথে বনবিভাগের ডিজিটাল নকশা বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কে সরবরাহ করা হয়েছে।

২০১৩-২০১৪ মাঠমৌসুম

১.	মানিকগঞ্জ	শিবালয়	আলোকদিয়া, কান্দাদিয়া, কাদুলি, রঘুনাথপুর ও শুকুলিয়া		চেকিং এবং এডিটিং কাজ চলমান
২.	নবাবগঞ্জ	দোহার	মাঝিকান্দা ও মুজাফ্ফর পুর		চেকিং এবং এডিটিং কাজ চলমান
৩.	মুন্সিগঞ্জ	টঙ্গীবাড়ী	বিদগাঁও ও গূণগাঁও		চেকিং এবং এডিটিং কাজ চলমান
৪.	রাজশাহী	সিরাজগঞ্জ	বেলকুচি, বয়রা মাছুম ও বড় খারুয়া		চেকিং এবং এডিটিং কাজ চলমান

৫.	রাজশাহী	চারঘাট	সরদহ ও ঘোড়সরপুর		চেকিং এবং এডিটিং কাজ চলমান

প্রশিক্ষণ সেল কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের বিবরণঃ

অর্থ বছর	অর্জিত সাফল্য/সম্পাদিত কার্যক্রমের বিবরণ				
২০১০-২০১১	কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তার পদবী	কর্মকর্তার সংখ্যা	কোর্সের মেয়াদ	মমতব্য
	কানুনগো/এ.এস.ওদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং টেকনিক্যাল রতলস বিষয়ক প্রশিক্ষণ	কানুনগো ও এ.এস.ও	১৩৪ জন	১০ কার্যদিবস	ইন হাউজ ট্রেনিং
	সেটেলমেন্ট অফিসার/ এ.এস.ওদের ও টি.এগণের ডিজিটাল ভূমি জরিপ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	সেটেলমেন্ট অফিসার/ এ.এস.ও ও টি.এ	৩৫ জন	৫ কর্মদিবস	ইন হাউজ ট্রেনিং
	মৌল অফিস ব্যবসহাপনা কোর্স	উচ্চমান সহকারী ও অফিস সহকারী	২৫ জন	১৫ কার্যদিবস	ইন হাউজ ট্রেনিং
	বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ	বিভিন্ন পদবীর	২২১ জন	বিভিন্ন মেয়াদে	বাহিরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে
২০১১-২০১২	ইলেক্ট্রনিক টোটাল ষ্টেশন মেশিনের সাহায্যে ডিজিটাল ভূমি জরিপ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	এ.এস.ও/কানুনগো/সার্ভেয়ার/বাউন্ডারী আমিন/ক্যাম্প বদর আমিন/ট্রাভার্স সার্ভেয়ার ও কম্পিউটার অপারেটর	৪২৩ জন	১৫ কার্যদিবস	ইন হাউজ ট্রেনিং
	বেসিক কম্পিউটার কোর্স	এ.এস.ও/কানুনগো/সার্ভেয়ার/বাউন্ডারী আমিন/ক্যাম্প বদর আমিন/ট্রাভার্স সার্ভেয়ার ও কম্পিউটার অপারেটর	৩৯৮ জন	১৫ কার্যদিবস	ইন হাউজ ট্রেনিং
	ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ, রেকর্ড প্রণয়ন ও রেকর্ড ব্যবসহাপনা এবং হালনাগাদ করণ	মহাপরিচালক, উপ-পরিচালক (প্রশাসন), এ.এস.ও, সহঃ জরিপ অফিসার, বাউন্ডারী আমিন ও কম্পিউটার অপারেটর	৭জন	১৪ কর্মদিবস	বিদেশে প্রশিক্ষণ (অষ্ট্রেলিয়া)
	বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ	বিভিন্ন পদবীর	৩৫ জন	বিভিন্ন মেয়াদে	বাহিরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে

২০১২-২০১৩	ইলেক্ট্রনিক টোটাল ষ্টেশন মেশিনের সাহায্যে ডিজিটাল ভূমি জরিপ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	এ.এস.ও/কানুনগো/সার্ভেয়ার/বা উন্ডারী আমিন/ক্যাম্প বদর আমিন/ট্রাভার্স সার্ভেয়ার ও কম্পিউটার অপারেটর	৩৫৯ জন	১৫ কার্যদিবস	ইন হাউজ ট্রেনিং
	বেসিক কম্পিউটার কোর্স	এ.এস.ও/কানুনগো/সার্ভেয়ার/বা উন্ডারী আমিন/ক্যাম্প বদর আমিন/ট্রাভার্স সার্ভেয়ার ও কম্পিউটার অপারেটর	৩৫৯ জন	১৫ কার্যদিবস	ইন হাউজ ট্রেনিং
	পেন্টাগ্রাফ বিষয়ক কোর্স	টি.এ, ড্রাফ্টস্ম্যান ও সার্ভেয়ার	৪০ জন	৫ কার্যদিবস	ইন হাউজ ট্রেনিং
	ডিজিটাল সার্ভে বিষয়ক প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ	সহকারী পরিচালক (জরিপ), এ,এস,ও, কানুনগো, সার্ভেয়ার ও কম্পিউটার অপারেটর	১০ জন	১০ কার্যদিবস	ইন হাউজ ট্রেনিং
	বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ	বিভিন্ন পদবীর	৬০ জন	বিভিন্ন মেয়াদে	বাহিরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে

অর্থ বছর	সম্ভাব্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচী				
২০১৩-২০১৪	কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তার পদবী	কর্মকর্তার সংখ্যা	কোর্সের মেয়াদ	মমতব্য
	বেসিক কম্পিউটার কোর্স (৩২তম ব্যাচ)	ষাঁটলিপিকার, অফিস সহকারী, পেশকার, নাজির, রেকর্ড কিপার, কপিষ্ট-কাম-বেঞ্চ সহকারী, ড্রাফ্টস্ম্যান ও যাঁচ মোহরার	২২ জন	১০ কার্যদিবস	ইন হাউজ ট্রেনিং
	বেসিক কম্পিউটার কোর্স (৩৩তম ব্যাচ)	ষাঁটলিপিকার, অফিস সহকারী, পেশকার, নাজির, রেকর্ড কিপার, কপিষ্ট-কাম-বেঞ্চ সহকারী, ড্রাফ্টস্ম্যান ও যাঁচ মোহরার	২২ জন	১০ কার্যদিবস	ইন হাউজ ট্রেনিং
	বেসিক কম্পিউটার কোর্স (৩৪তম ব্যাচ)	ড্রাফ্টস্ম্যান ও সার্ভেয়ার	২০ জন	৫ কার্যদিবস	ইন হাউজ ট্রেনিং
	বেসিক কম্পিউটার কোর্স (৩৫তম ব্যাচ)	ড্রাফ্টস্ম্যান ও সার্ভেয়ার	২০ জন	৫ কার্যদিবস	ইন হাউজ ট্রেনিং
	সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	উপ-পরিচালক, জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, প্রেস অফিসার ও চার্জ অফিসার	২৫ জন	৫ কার্যদিবস	ইন হাউজ ট্রেনিং
	ডাটা প্রসেসিং (প্রথম ব্যাচ)	ড্রাফ্টস্ম্যান ও সার্ভেয়ার	২০ জন	১৫ কার্যদিবস	ইন হাউজ ট্রেনিং

	ডাটা প্রসেসিং (দ্বিতীয় ব্যাচ)	ড্রাফ্টসম্যান ও সার্ভেয়ার	২০ জন	১৫ কার্যদিবস	ইন হাউজ ট্রেনিং
	ডাটা প্রসেসিং (তৃতীয় ব্যাচ)	ড্রাফ্টসম্যান ও সার্ভেয়ার	২০ জন	১৫ কার্যদিবস	ইন হাউজ ট্রেনিং
	ডাটা প্রসেসিং (চতুর্থ ব্যাচ)	ড্রাফ্টসম্যান ও সার্ভেয়ার	২০ জন	১৫ কার্যদিবস	ইন হাউজ ট্রেনিং
	বেসিক কম্পিউটার কোর্স (৩৬তম ব্যাচ)	ড্রাফ্টসম্যান ও সার্ভেয়ার	২০ জন	৫ কার্যদিবস	ইন হাউজ ট্রেনিং
	বেসিক কম্পিউটার কোর্স (৩৭তম ব্যাচ)	ড্রাফ্টসম্যান ও সার্ভেয়ার	২০ জন	৫ কার্যদিবস	ইন হাউজ ট্রেনিং